بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

# আল্লাহর
## সবচেয়ে প্রিয় ও নেকিতে পরিপূর্ণ
# বাক্যসমূহ

হাফেজ মোঃ আরিফুল ইসলাম

# সম্পাদকের বাণী

إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

আল্লাহ তা'আলা সূরা আর-রাদ-এ বলেন,

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারা তাদের অন্তর শান্তি লাভ করে। জেনে রাখো, আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।[১]

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾

অর্থ: যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো, তাহলে তোমাদেরকে আরও বাড়িয়ে দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও তাহলে জেনে রাখো নিশ্চই আমার শাস্তি হবে কঠোর। (অর্থাৎ সব ক্ষেত্রেই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে)।

স্নেহের মোঃ আরিফুল ইসলাম সংকলিত এ বইটি মহান আল্লাহর যিকির সম্পর্কিত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বই। উক্ত বইয়ে উল্লেখিত যিকিরগুলো প্রতিটি মুমিনের জন্য অল্প আমলে অধিক নেকি অর্জনের সহজ মাধ্যম।

তার সংকলিত "আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় ও নেকিতে পরিপূর্ণ বাক্যসমূহ" বইটি শুরু হতে শেষাবধি পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনী ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেছি। আশা করি বইটি প্রতিটি মুমিনের হৃদয়কে প্রাণবন্ত ও প্রশান্তময় রাখতে যথাযথ ভূমিকা রাখবে, ইনশাআল্লাহ।

১. সূরা আর রা'দ- ২৮

বইটির সংকলক, প্রকাশকসহ যারাই বিভিন্নভাবে এর প্রকাশে অবদান রেখেছেন আল্লাহর সকলের জন্য এ বইটিকে দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতের নাজাতের উসিলা হিসাবে কবুল করুন। আমীন

আমি অত্যন্ত উপকারী এ বইটি ক্রয়ের জন্য সকল মুসলিম ভাই ও বোনকে পরামর্শ দিচ্ছি এবং বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

-মাসউদুল আলম

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহী-ম

# প্রারম্ভিকা

শুরুতেই সেই মহান রবের প্রশংসা করছি, যিনি ছাড়া সত্য কোনো মা'বুদ নেই। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আল হামদু লিল্লা-হ)। অতঃপর দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও সর্বশেষ নাবী "মুহাম্মাদ" এর উপর ﷺ।

অতঃপর কথা এই যে, যিকির নিয়ে যখন আমি সাধ্যমত অধ্যায়ন করলাম তখন অনুভব করলাম যে, এই যিকির আমাদের জীবনে একটি সহজ ইবাদত। এর মাধ্যমে আমরা অল্প আমল করে অনেক বেশি নেকি অর্জন করতে পারি। কিন্তু এই যিকিরের গুরুত্ব ও ফযিলত সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে অধিকাংশ মানুষ যিকির করার ব্যাপারে গাফেল হয়ে থাকেন। তাই যিকিরের গুরুত্ব ও ফযিলত সম্পর্কে একটি বই লেখা খুবই জরুরী মনে করলাম। আমি আশা করি এই বইটির মধ্যে যিকিরের ফযিলত সম্পর্কে যেসব হাদীস উল্লেখ করেছি তা যদি কেউ গুরুত্ব দিয়ে পড়ে এবং মনে রাখে তাহলে সে অবশ্যই প্রতিদিন অল্প হলেও যিকির করার চেষ্টা করবে (ইনশাআল্লাহ)। সবশেষে আল্লাহ'র কাছে আমার শ্রদ্ধেয় বাবা-মার জন্য প্রার্থনা: রব্বিরহামহুমা- কামা- রব্বা ইয়া-নী ছগী-রা। সেই সাথে প্রার্থনা করি, হে আমার রব! তুমি এই বইটিকে আমার, আমার বাবা-মা, স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ের পক্ষ থেকে সাদাকায়ে জারিয়াহ হিসাবে পরকালে জাহান্নাম হতে মুক্তি পাওয়ার উপায় এবং জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম হিসাবে কবুল করে নাও। (আমীন)

**তিনটি জরুরী কথা:**

১। এই বইয়ের হাদীসগুলো শাইখ আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী ﵀-এর তাহক্বীক করা হাদীস গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

২। এই বইয়ে যেসব আরবি শব্দের উচ্চারণ লিখতে গিয়ে হাইফেন (-) প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে সেই প্রতীকটি যে অক্ষরের পরে ব্যবহার করা হয়েছে সেই অক্ষরটি টেনে উচ্চারণ করতে হবে।

৩। প্রিয় পাঠক ভাই! এই বইয়ে যদি কোনো ভুল খুঁজে পান তাহলে অনুগ্রহ করে দলীলসহ আমাকে জানাবেন। ''ইনশাআল্লাহ'' পরবর্তীতে তা সংশোধন করা হবে।

-মোঃ আরিফুল ইসলাম
০১৭৮১ ৯৯৪৪৬২

# সূচিপত্র


## প্রথম অধ্যায় ১৩

যিকিরের গুরুত্ব ১৩

যিকিরের বৈঠকের গুরুত্ব ২৮

তাসবীহ পাঠ করার পদ্ধতি ৩৫

## দ্বিতীয় অধ্যায় ৩৮

যেসব শব্দ বা বাক্য দিয়ে আপনি যিকির করবেন তার বর্ণনা ও ফযিলত ৩৮

'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ' পাঠ করার ফযিলত ৩৮

'কালিমাহ শাহাদাত' পাঠের ফযিলত ৪১

'কালিমাহ তাওহীদ' পাঠ করার ফযিলত ৪৩

'কালিমাহ তামজীদ' পাঠ করার ফযিলত ৪৭

(আলহামদু লিল্লা-হ্) পাঠ করার ফযিলত ৫১

'সুবহা-নাল্ল-হ' পাঠ করার ফযিলত ৫৬

'সুবহা-নাল্ল-হি অবিহামদীহি' পাঠের ফযিলত ৫৭

'সুবহা-নাল্ল-হিল আজি-মী অবিহামদীহি-' পাঠের ফযিলত ৫৯

'সুবহা-নাল্ল-হি অবিহামদিহী সুবহা-নাল্ল-হিল আজীম' পাঠ করার ফযিলত ৬০

'সুবহা-নাল্ল-হি, অলহামদু লিল্লা-হ' পাঠ করার ফযিলত ৬১

ফরজ স্বলাতের পর যিকির করার পদ্ধতি ও ফযিলত ৬৯

দুটি গুণ থাকলে অবশ্যই জান্নাতে যাবে ৭৩

আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম মুখস্থ করার ফযিলত ৭৪

'লা- হাওলা অলা- কুওঅতা ইল্লা- বিল্লা-হ্' পাঠ করার ফযিলত ৭৫

'লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু, অল্ল-হু আকবার, অলা- হাওলা অলা- কুওঅতা ইল্লা- বিল্লা-হ্) পাঠ করার ফযিলত' ৭৬

'লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু, অসুবহা-নাল্ল-হি, অল্ল-হু আকবার,অল হামদু লিল্লা-হ, অলা- হাওলা অলা- কুওঅতা ইল্লা- বিল্লা-হ্' পাঠ করার ফযিলত। ৭৭

"সুবহা-না রব্বি-, অবিহামদিহী-, সুবহা-না রব্বি-, অবিহামদিহী-" পাঠ করার ফযিলত ৮০

একশত বার "সুবহা-নাল্ল-হ", একশত বার "আলহামদু লিল্লা-হ", একশত বার "আল্ল-হু আকবার" পাঠের ফযিলত। ৮১

ঘুমানোর সময় যিকির ও তার ফযিলত ৮২

ঘুমানোর সময় যিকির না করার শাস্তি ৮৩

'সুবহা-নাল্ল-হি, অবিহামদিহী-, আদাদা খলক্বীহি-, অরিয- নাফছিহী-, অযিনাতা আরশিহী-, অমিদা-দা কালিমা-তিহ' পাঠ করার ফযিলত। ৮৪

উঁচু স্থানে উঠার সময় اَللّٰهُ أَكْبَرُ (আল্ল-হু আকবার) পাঠ করা ৮৫

'রযি-তু বিল্লা-হি রব্বাও, অবিল ইসলা-মী দ্বি-নাও, অবিমুহাম্মাদির রসূ-লান' পাঠ করার ফযিলত ৮৬

'আল্ল-হু আকবার কাবী-র-, অলহামদু লিল্লা-হি কাছী-র-, অসুবহা-নাল্ল-হি বুকরতাও অ আছি-লা-' পাঠ করার ফযিলত ৮৭

'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু, অহ্দাহু-, লা-শারি-কা লাহু-, লাহুল মুলকু, অলাহুল হামদু, ইয়ুহ্ ই-, অ ইউমি-তু, অহুঅ আলা- কুল্লি শাই ইন ক্বদি-র' পাঠ করার ফযিলত ৮৮

'আস্তাগফিরুল্ল-হা, অ আতু-বু ইলাইহি' পাঠ করা ৯০
তাওবা করলে আল্লাহ খুশি হন ৯২
দিয়ে তাওবা করার ফযিলত ৯৩
মসজিদে গিয়ে কুরআন পাঠের ফযিলত ৯৪
রুকু থেকে দাঁড়িয়ে তাসবীহ ও তার ফযিলত ৯৫
বৈঠক শেষের দোয়া ও তার ফযিলত ৯৬
রাতে ঘুম ভাঙ্গার পর যিকির ও তার ফযিলত ৯৭
'সাইয়্যেদুল ইস্তিগফা-র' পাঠ করার ফযিলত ৯৮
নাবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করার ফযিলত ও না পড়ার শাস্তি ৯৯
বাজারে প্রবেশের যিকির ও তার ফযিলত ১০২
আযান শোনার পর যিকির ও তার ফযিলত ১০৩
যিকির করার প্রতি উৎসাহমূলক সংক্ষিপ্ত আলোচনা ১০৪
আমাদের বইসমূহ ১১০

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

# আল্লাহর
## সবচেয়ে প্রিয় ও নেকিতে পরিপূর্ণ
# বাক্যসমূহ

# প্রথম অধ্যায়

# যিকিরের গুরুত্ব

১। যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য।

দলীল: মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য।[২]

২। প্রশংসা পাওয়ার একমাত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ্।

দলীল: মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾

অর্থ: তোমরা যারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রত্যাশা করো, তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ বে-পরওয়া, প্রশংসার মালিক।[৩]

৩। আল্লাহর যিকিরই বড়:

দলীল: আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ﴾

অর্থ: আল্লাহ্র যিকিরই বড়।[৪]

---

২. সূরা আল ফাতিহা- ১, সূরা আল-আনআম- ১ ও ৪৫, ইউনুস- ১০, সূরা ইবরহীম- ১ ও ৩৯, সূরা আন-নাহল- ৭৫, সূরা বানী ইসরাঈল- ১১১, সূরা আল-কাহ্ফ- ১, সূরা সাবা- ১, সূরা আস্-সফ্ফাত- ১৮২, সূরা আয্-যুমার- ২৯ ও ৭৫, সূরা আল-মু'মিন- ৬৫, সূরা আল-জাসিয়াহ্- ৩৬

৩. সূরা আল-মুমতাহিনাহ- ৬

৪. সূরা আল-আনকাবুত- ৪৫

৪। আপনি আল্লাহকে স্মরণ করলে তিনিও আপনাকে স্মরণ করবেন।

দলীল: আল্লাহ্ বলেন,

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾

অর্থ: সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণে রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, অকৃতজ্ঞ হয়ো না।[৫]

৫। আপনি যদি চান আপনার অন্তর প্রশান্তি লাভ করুক তাহলে আপনি যিকির করুন। কেননা, যিকির করলে অন্তর শান্তি পায়।

দলীল: আল্লাহ্ বলেন,

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

অর্থ: যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহ্র যিকির দ্বারা যাদের অন্তর শান্তি লাভ করে। জেনে রাখো, আল্লাহ্র যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।[৬]

৬। শুধু মানুষ নয়, বরং ফেরেশতাগণও আল্লাহ্র আরশের চারপাশে তার তাসবীহ (সুবহা-নাল্ল-হ) বর্ণনা করছে।

দলীল: আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

অর্থ: আপনি ফেরেশতাগণকে দেখবেন, তারা 'আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছে। তাদের মাঝে ন্যায়বিচার করা হবে। বলা হবে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ্র জন্য।[৭]

৫. সূরা আল-বাক্বর- ১৫২
৬. সূরা আর রা'দ- ২৮
৭. সূরা আয্-যুমার- ৭৫

সুতরাং এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেলো, তাসবীহ আল্লাহ্‌র কাছে এতই প্রিয় যে, ফেরেশতাগণ তার 'আরশের চার পাশে সর্বদা তাসবীহ পাঠে মগ্ন থাকেন। তাই আমাদেরও এই গুরুত্বপূর্ণ আমল করা উচিত।

৭। শুধু এই পৃথিবীতেই নয় বরং হাশরের মাঠেও আল্লাহ্‌ যখন তার বান্দাদের ডাকবেন তখন তারা তাহমীদ (আলহামদু লিল্লা-হ্‌) পাঠ করতে করতে উপস্থিত হবে।

দলীল: আল্লাহ্‌ বলেন,

﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾

অর্থ: যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন, অতঃপর তোমরা তার প্রশংসা করতে করতে চলে আসবে এবং অনুমান করবে যে, সামান্য সময়ই অবস্থান করেছিলে।[৮]

৮। এমনকি জান্নাতীগণও আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করবে।

দলীল: আল্লাহ্‌ বলেন,

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾

অর্থ: তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এই ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। পরিশ্রমকারীদের পুরুষ্কার কতইনা চমৎকার।[৯]

৯। আল্লাহ তা'আলা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করার আদেশ করেছেন।

দলীল: আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন,

৮. সূরা বানী ইসরাঈল- ৫২
৯. সূরা আয-যুমার- ৭৪

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾

অর্থ: অতএব, আপনি সবর করুন, নিশ্চই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আপনি আপনার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন।[১০]

১০। আল্লাহ তা'আলা সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তার প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে দিবা-রাত্রির কিছু সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

দলীল: আল্লাহ্ বলেন,

﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾

অর্থ: সুতরাং এরা যা বলে সে বিষয়ে ধৈর্য্য ধারণ করুন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার পালনকর্তার প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন। পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন রাত্রির কিছু অংশ ও দিনের ভাগে, সম্ভবত তাতে আপনি সন্তুষ্ট হবেন।[১১]

১১। মহান আল্লাহর নামের তাসবীহ পাঠ করার আদেশ।

দলীল: আল্লাহ্ বলেন,

﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾

অর্থ: অতএব, আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামে পবিত্রতা ঘোষণা করুন।[১২]

১০. সূরা আল-মু'মিন- ৫৫
১১. সূরা ত্বহা- ১৩০
১২. সূরা আল-ওয়াক্বিয়াহ্-৭৪ ও ৯৬, সূরা আল-আ'লা- ১

১২। রাত্রির কিছু অংশে ও নক্ষত্ররাজি অস্তমিত হওয়ার সময় তাসবীহ পাঠ করার আদেশ।

দলীল: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ﴾

অর্থ: এবং রাত্রির কিছু অংশে এবং তারকা অস্তমিত হওয়ার সময় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন।[১৩]

প্রিয় পাঠক! আমরা উপরোক্ত কুরআনের আয়াতগুলো থেকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহর নিকট যিকির বা তার তাসবীহ বর্ণনা কতটা পছন্দনীয় আমল।

বিশেষ করে ৯, ১০ ও ১২ নং এ উল্লেখিত আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, সকাল-সন্ধ্যা, সূর্য উঠার পূর্বে, সূর্য ডুবার পূর্বে, রাত্রির কিছু অংশ, নক্ষত্ররাজি অস্তমিত হওয়ার সময় এবং দিনে আল্লাহর তাসবীহ ও প্রশংসা বর্ণনার কথা আল্লাহ নিজেই বলেছেন। এক কথায় আপনি দিনে বা রাত্রে যখনই অবসর পাবেন তখনই সাধ্যমতো যিকির করার চেষ্টা করবেন।

১৩। যদি আপনি নিজেকে উজ্জীবিতদের কাতারে শামিল রাখতে চান তাহলে আপনি যিকির করুন। কেননা, যিকির করা হলো জীবিত মানুষের গুণ। আর যিকির না করা মৃতদের গুণ।

দলীল:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

অর্থ: আবূ মূসা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের যিক্‌র করে, আর যে ব্যক্তি যিক্‌র করে না তাদের উপমা হলো জীবিত ও মৃত ব্যক্তির ন্যায়।[১৪]

১৩. সূরা আত্ব-তূর- ৪৯

১৪. সহীহুল বুখারী- ৫ম খণ্ড, হা. ৬৪০৭, তাহক্বীক মিশকাতুল মাসাবীহ- ৩য় খণ্ড, হা. ২২৬৩, হাদীসের মান: সহীহ